JUN. 19 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তি অঙ্গনে বাংলাদেশ

সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিসংখ্যান

ড: মোহাম্মদ কায়কোবাদ

একটি দেশকে– জাতিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য কিছু সাফল্য চাই যা সবাইকে উৎসাহিত করতে পারে। আমাদের দেশে এই সাফল্য খুব বেশি নয় উপরন্তু যাও আছে তা প্রকাশ করতে আমাদের অনীহা। আমাদের দুর্বল দিকগুলো প্রচার করতে উৎসাহের অন্ত নেই যা গোটা জাতিকেই হতাশায় নিমজ্জিত করে। আমাদের যা কিছু সাফল্য আছে তা ব্যবহার করে জাতিকে অগ্রগতির পথে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি। আর সেজন্যই আমাদের কম্পিউটারের ছাত্রদের কিছু সাফল্য সম্পর্কে বলতে চাই।

এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারী (এসিএম) হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, ছাত্র, গবেষক ও পেশাজীবীদের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। সারা বিশ্বে কম্পিউটারের ছাত্রদের প্রোগ্রামিং কনটেস্ট আয়োজন করে থাকে। এ বছর হাওয়াই দ্বীপে ২৬তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপ অনুষ্ঠিত হলো। এই প্রতিযোগিতা দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে বিজয়ী দলগুলো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। সারা বিশ্বে ২৯/৩০টি সাইটে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এশিয়ার ছাত্ররা এশিয়ার ৯টি অঞ্চলের যে কোনটিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে আমাদের তরুনরা বিশ্বমানের মেধার পরিচয় দিয়েছে

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আবুল এল হকের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৭ সালে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে একটি আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিযোগিতার বিজয়ী সুমন কুমার নাথ, রেজাউল আলম চৌধুরী ও তারেক মেসবাউল ইসলামের দল এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অনুষ্ঠিত ২২তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ করে। পৃথিবীব্যাপী অনুষ্ঠিত ২৩টি আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ১,২৫০টি দল থেকে ৫৪টি দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে যোগদান করে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দলটি এই প্রতিযোগিতায় ২৪তম স্থান দখল করে। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে আবার আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় আইআইটি কানপুর, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীলংকার মরুতুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইরানের শরীফ বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৪৮টি দল অংশ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের ছাত্ররা প্রথম চারটি স্থানসহ অত্যন্ত ভাল ফলাফল করে আইন্ডহেভেনে অনুষ্ঠিত ২৩তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দল ২৪তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে আইআইটি কানপুর আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে। সুখের বিষয় এই যে আইআইটি সমূহের দলগুলোর অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ ৬০ দলের এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুস্তাক আহমেদ, মুনিরুল আবেদীন ও রুবাইয়াত ফেরদৌসের দল চ্যাম্পিয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনিরুল ইসলাম শরীফের দল রানার্স আপ হয়ে আমাদের ছাত্রদের প্রোগ্রামিং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করে। যুক্তরাষ্ট্রের অরল্যান্ডোতে ২০০০ সালের ১৮ই মার্চে অনুষ্ঠিত ২৪তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দল একাদশ স্থান দখল করে। ছয়টি মহাদেশের ৬৪টি দেশের ৮২টি স্থানে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ১,০৪১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১,৯৬৮টি দল থেকে ৬০টি বিজয়ী দল এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ করে। ২৫তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শীপে যোগদানের যোগ্যতা অর্জনে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দল আইআইটি কানপুরে যায়। বাংলাদেশের তরুণ ছাত্রদের প্রোগ্রামিং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করে মুনিরুল আবেদীন, মুস্তাক আহমেদ এবং আবদুল্লাহ আল মাহমুদের দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভ্যানকুভেরে অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপে যোগদান করে এবং ২৯তম স্থান দখল করে। ২০০১ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ৭১টি দল অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে চীনের বংশান এবং ভারতের নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজীর দল ছিল। এই প্রতিযোগিতায় আবদুল্লাহ, কামরুজ্জামান এবং নাসার দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে হাওয়াইতে অনুষ্ঠিত ২৬তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে যোগদান করে।

২৬তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে বুয়েট এবং এআইইউবি এর ফল আশানুরূপ অর্জন করেনি। তবে বাংলাদেশের ছাত্ররা মর্যাদাকর এই বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপে মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গেই বাংলাদেশী পতাকা উড়িয়ে চলেছে, আমাদের তরুণদের প্রাযুক্তিক দক্ষতার প্রমাণ রাখছে।

প্রোগ্রামিং নৈপুণ্য বিকশিত করতে বাংলাদেশের ছাত্ররা ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতাও অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে। ভ্যালাদলিদ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ১৩০টি দেশ থেকে ১৯ হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছে। ভাবতে অবাক লাগে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই প্রতিযোগিতায় এক হাজার আটশত ছাত্র অংশগ্রহণ করছে। দেশভিত্তিক র‌্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান সেখানে দ্বিতীয় (acm.uva.es/problemset)। বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা এই বিদেশী ওয়েব-সাইটে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে যথেষ্ট উপরে উড়ছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাউল আলম চৌধুরী এবং শাহরিয়ার মঞ্জুর এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল নিয়ে পড়ালেখা করছে। এদের মেধার যথাযথ বিকাশের জন্য চাই উন্নতমানের গবেষণাগার, ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটি ও সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের রুগ্ন চেহারার পরিবর্তন করতে হলে আমাদের তরুণদের মেধা যে বিশ্বমানের তা প্রথমে প্রমাণ করতে হবে। এজন্য চাই যথাযথ অঙ্গীকার, বিগত বছরগুলোতে যার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আসুন আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশের মেধাবী তরুণদের মেধার বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে দেশের জন্য উজ্জ্বলতর ভাবমূর্তি তৈরীতে অবদান রাখি। ❑